২ জুন ২০১৪, সোমবার
মানববন্ধন, তোপখানা রোড ঢাকা, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মহাপরিচালক রবার্টো আজেভেদো-র বাংলাদেশ সফরের প্রাক্কালে বাংলাদেশ তথা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর দীর্ঘদিনের দাবিগুলো আবার তুলে ধরার প্রয়োজন অনুভব করছি।

১০০% শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা না পাওয়া পর্যন্ত কোনও টিসা বা টিফা চুক্তি নয়
বহুজাতিক কোম্পানির মুনাফা নিশ্চিত করতেই আমদানী উদারীকরণের পরামর্শ দেয় ডব্লিউটিও। আমরা (এলডিসি) কেন তার মূল্য বহন করব?

বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত দেশগুলো অর্থনৈতিকভাবে আজও স্বাধীন নয়। অর্থনীতির নির্ণায়ক শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সিদ্ধান্ত আজও আমরা স্বাধীনভাবে গ্রহণ করতে পারি না। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকারের কথা চিন্তা না করে ধনী দেশ ও তাদের বহুজাতিক কোম্পানির মুনাফা নিশ্চিত করার জন্যই নির্ধারিত হয় আমাদের অর্থনৈতিক নীতি, রাষ্ট্রীয় পলিসি।

বলা হয়ে থাকে বিশ্ব বাণিজ্যে একচেটিয়া বন্ধ করা, বাণিজ্যে বাধা অপসারণ ও এক ধরনের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্যই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা ডব্লিউটিও-র সৃষ্টি। কিন্তু বাস্তবে এর চেহারা ভিন্ন। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা একচেটিয়াভাবে ধনী দেশগুলোর হাতে। সম্প্রতি স্বল্পোন্নত দেশ এবং কিছু ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোর গণতান্ত্রিক অবস্থান অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটালেও, স্বল্পোন্নত দেশ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সুবিধার বিষয়গুলো ডব্লিউটি ও তে এখনও সুদূর পরাহত।

ধনী দেশগুলোতে নানাভাবে বিপুল পরিমাণ কৃষি ভর্তুকি দেয়া হয়। পক্ষান্তরে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের মতো প্রতিষ্ঠানের কাছে ঋণভারে জর্জরিত স্বল্পোন্নত দেশগুলো যাতে কৃষি ভর্তুকি না দিতে পারে সেদিকে কড়া নজর রাখা হয়। ফলে, ব্যাপক ভর্তুকিপ্রাপ্ত ধনী দেশের কৃষি কোম্পানির সস্তা বাজারে পরিণত হয় এই দেশগুলো। আর তাদের কৃষকেরা সর্বস্বান্ত হয়। ইউরোপে একটা গাভীর পেছনে দৈনিক ৬ ইউরো ভর্তুকি দেয় সরকার। পক্ষান্তরে আমাদের দেশের কৃষকেরা কিছুই পায় না। ফলে, আমাদের দেশের দুধ শিল্প বিকশিত হয় না। সস্তা আমদানীকৃত দুধে আমাদের বাজার ছেয়ে যায়।

এই ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করতে, বহুজাতিক এগ্রো কোম্পানিগুলোর আরও মুনাফা নিশ্চিত করতেই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর উপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে "আমদানী উদারীকরণ" এর পরামর্শ। বলা হচ্ছে, বিশ্বব্যাপী অবাধ বাণিজ্য নিশ্চিত করতেই এটা দরকার। কিন্তু, অনেক দেশের সরকার তার নিজস্ব উঠতি শিল্প বিকাশের স্বার্থে অনেক সময় নির্দিষ্ট কোনও পণ্য আমদানী বন্ধ রাখে বা শুল্ক আরোপ করে থাকে। ঐ শিল্পটি যথেষ্ট শক্তিশালী হলেই কেবল আমদানী উদারীকরণ করা হয়, যাতে বিদেশী পণ্যটির সাথে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে পারে দেশি শিল্প। কিন্তু অবাধ ও ঢালাও আমদানী উদারীকরণের ফলে সেই শিল্প ধ্বংস হয়ে যায়।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অধীনে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর চুক্তি হতে যাচ্ছে টিসা (TISA) অর্থাৎ, ট্রেড ইন সার্ভিসেস এগ্রিমেন্ট। সেবামূলক খাতগুলোকে বাণিজ্যের আওতায় নিয়ে আসাই এর উদ্দেশ্য। আপনারা জানেন, বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশের জনগণের উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি অপরিহার্য সেবা খাতগুলো মানবাধিকার রক্ষা তথা দারিদ্র বিমোচনের জন্য আজও অপরিহার্য। আমাদের দেশে ইতিমধ্যেই শিক্ষা ও চিকিৎসার যে বাণিজ্যিকীকরণ হয়েছে সেই যথেষ্ট আশঙ্কাজনক। তার উপর যদি বিদেশী কোম্পানিগুলো অবাধে এই সেবাখাত নিয়ে বাণিজ্য করতে শুরু করে, তাহলে অচিরেই শিক্ষা ও চিকিৎসার মতো সেবা বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে। এমডিজি বা ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন হবে হাস্যকর।

এইড ফর ট্রেড বা বাণিজ্য সহায়তার বিষয়টি স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য খানিকটা স্বস্তিদায়ক বিষয় ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের মতো দেশগুলো এখান থেকে আজ পর্যন্ত তেমন কোনও সুবিধা পায়নি। হংকং বৈঠকে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত হলেও এটা একটা ফাঁকা বুলিতেই পর্যবসিত হয়েছে।

উন্নত দেশে দরিদ্র দেশের পণ্যের অবাধ বাণিজ্য সুবিধা একটি ন্যায্য দাবি। অথচ নানা ছলচাতুরিতে তা থেকে আমাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। আমেরিকার বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোষাক ফ্রান্সের তৈরি পোষাকের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি শুল্ক দিয়ে থাকে কোনও যৌক্তিক কারণ ছাড়াই। অথচ, বাংলাদেশের দরিদ্র পোষাক শ্রমিকেরা তাদের জীবন দিয়ে, ঘাম-রক্ত দিয়ে সেই পোষাক তৈরি করে থাকে। এর মানে হচ্ছে, আমেরিকা বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষের ভর্তুকি গ্রহণ করে সুবিধা নিয়ে থাকে। অথচ আমেরিকা যে জিএসপি সুবিধা বন্ধ করে দিল সেটা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার "ইক্যুয়েল ট্রিটমেন্ট" নীতির সুস্পষ্ট লংঘন। এ ব্যাপারে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অবস্থান কী– সেটা বাংলাদেশ ভ্রমণরত মহাপরিচালক মহোদয় ব্যাখ্যা করবেন আমরা এমনটাই প্রত্যাশা করি।

মেধাস্বত্ব আইনের তথা কপিরাইট আইন থেকে ছাড় পাবার জন্য স্বল্পোন্নত দেশগুলো যে দীর্ঘদিন যাবত দাবী করে আসছে তা আজও হুমকির মুখে। একটা কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না– সেটা হচ্ছে, আজকে যারা উন্নত দেশ, তারা একসময় কপিরাইট আইন লঙ্ঘন করেই সাশ্রয় করেছে, উন্নতি করেছে। কিন্তু আজকে তারা স্বল্পোন্নত দেশের সেই প্রয়োজনকে অস্বীকার করছে। আমাদের দাবি হচ্ছে, স্বল্পোন্নত দেশগুলো যতদিন "ধনী দেশ" হিসেবে আত্মপ্রকাশ না করবে, ততদিন পর্যন্ত তাদেরকে ট্রিপস ওয়েভার অর্থাৎ মেধাস্বত্ব আইনের ক্ষেত্রে ছাড় দিতে হবে। সামান্য ৫-১০ বছরের সম্প্রসারণ যথেষ্ট নয়।

উল্লেখ্য, ঔষধ শিল্পের জন্য এই ধরনের ছাড় ২০১৬ সালে শেষ হয়ে যাবে। তখন যদি বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পকে উন্নত দেশের ব্যাপক ভর্তুকি ও অন্যান্য সুবিধাপ্রাপ্ত ঔষধের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হয়, তাহলে অচিরেই বাংলাদেশের ঔষধ শিল্প মুখ থুবড়ে পড়বে। কাজেই, আমরা দাবি করছি, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ঔষধ শিল্পের বিকাশে সীমাহীন ছাড় দিতে হবে। কারণ, ঔষধ একটি জীবন রক্ষাকারী উপকরণ। কেবল বাণিজ্য দিয়ে এর বিচার করা চলবে না। এটা মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

সবশেষে আমরা বলতে চাই, খাদ্য মানুষের আদি ও মৌলিক মানবাধিকার। আর কৃষি সেই খাদ্য নিশ্চিত করে। ধনী ও স্বল্পোন্নত দেশের মধ্যে কৃষি বিষয়ক বৈষম্যমূলক বাণিজ্য চুক্তি মানুষের খাদ্য অধিকারকে খর্ব করবে। বহুদিন থেকেই দাবি উঠছে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কৃষিতে নাক গলাতে পারবে না। কিন্তু ধনী দেশ তথা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এ দাবি কখনই কানে তোলেনি। আমরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে চাই, কৃষিতে কোনও ধরনের মেধাস্বত্ব বা পেটেন্ট আমরা মেনে নেব না। কারণ এটা বাছবিচারবিহীনভাবে অনেক জনগোষ্ঠীর বহুদিনের চর্চা ও অধিকারকে বাণিজ্যে পরিণত করে, কৃষক ও জনগোষ্ঠীর অধিকারকে খর্ব করে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মহাপরিচালক, রবার্টো আজেভেদো-র বাংলাদেশ সফরের প্রাক্কালে এই সব দাবি তোলার মাধ্যমে আমরা জানাতে চাই, আমরা কোনও দয়া দাক্ষিণ্য চাই না। এটা আমাদের অধিকার এবং পৃথিবীর সকল দেশ তথা জাতিংঘের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনের পূর্বশর্ত।

আয়োজক সংগঠনসমূহ

অর্পণ, অনলাইন নলেজ সোসাইটি, উদয়ন বাংলাদেশ, উন্নয়ন ধারা ট্রাস্ট, এনবিএস, এলআরএফ, এসডিও, কিষাণী সভা,
কৃষক মৈত্রী, কোস্ট ট্রাস্ট, জাতীয় শ্রমিক জোট, ডোক্যাপ, পল্লী সেবা সংঘ, পালস বাংলাদেশ, প্রাণ, প্রান্তজন,
বাঁচতে শিখ নারী, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন, বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতি, বিএএফএলএফ, সমাজ, সিডিপি, হিউম্যানিটি ওয়াচ

সচিবালয়: বাড়ি ১৩, মেট্রো মেলডি, সড়ক ২, শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭। ফোন: ৮১২৫১৮১, ৮১৫৪৬৭৩,
ইমেইল: info@equitybd.org ওয়েব: www.equitybd.org